গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে গৃহবধুর মৃত্যু, নমুনা সংগ্রহ

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে রশিদা বেগম (৬০) নামের এক গৃহবধুর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুর ১টায় উপজেলার কাথুলী ইউপির গাড়াবাড়িয়া গ্রামের তার নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়।

সে ঐ গ্রামের মৃত আক্কাস আলীর স্ত্রী। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স’র আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: সাদিয়া সুলতানা জানান,করোনা উপসর্গ নিয়ে রশিদা বেগমের মৃত্যু হয়েছে এমন সন্দেহে উর্দ্ধত্বন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার ফলাফল হাতে না পাওয়া পর্যন্ত এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছেনা।

নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার পর করোনায় তার মৃত্যু হয়েছে কিনা নিশ্চিত হওয়া যাবে। রশিদা বেগমের আতœ◌ীয় ইয়ারুল ইসলাম জানান,তার চাচী ঢাকাতে মেয়ের কাছে থাকে গত বুধবার বাড়িতে এসেছে। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি শারীরিক ভাবে অসুস্থ ছিলেন। করোনায় নয় তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয়রা জানান,রশিদা বেগমের মেয়ে নাজমা খাতুন পুলিশ বিভাগে চাকুরী করলে বর্তমানে র্যাবে কর্মরত রয়েছে। কিছুদিন যাবৎ সে তার মেয়ের বাড়ি ঢাকা মিরপুর ২ এলাকায় বসবাস করতো।

তারা যে বাড়িতে বসবাস করতো সেই বাড়ির নীচের ফ্লাটে কয়েকজন করোনায় আক্রান্ত রুগী ছিলো। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম জানান, রশিদা বেগমের দাফন কিভাবে হবে এটা প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেবে।

তবে স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ নমুনা সংগ্রহ করা সেটি তারা করেছেন। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন এ বিষয়ে তিনি কিছু জানে না। সাংবাদিকের কাছে তিনি উল্টো জানতে চান মৃত ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষার ফলাফল এসেছে কিনা। নমুনা পরীক্ষার ফলাফল এসেছে কিনা এটা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলতে পারবে জানালে তিনি বলেন আচ্ছা দেখছি।

জমি বিক্রির টাকা লুট করতে খুন করা হয় সুন্দরী বেগমকে – পুলিশ সুপার

জমি বিক্রির টাকার লুট করতে খুন করা হয় মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বামুন্দী এলাকার সুন্দরী বেগম। সুন্দরী বেগমের একটি জমি আছে যে জমি ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় বিক্রির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সুন্দরী ক্রেতার নিকট থেকে ৫০ হাজার টাকা অগ্রিম নিয়েছিলেন। সেই টাকা ছিনতাই করতে একজন সহযোগীকে নিয়ে সুন্দরীকে হত্যা করে ভাসুরের ছেলে জামিরুল ইসলাম।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য তুলে ধরেন পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী।

পুলিশ সুপার বলেন, মামলাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলা হিসেবে আমলে নিয়ে রহস্য উদঘাটন করার জন্য জেলা গোয়েন্দা শাখাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। জেলা গোয়েন্দা শাখার ভারপ্রাপ্ত ওসি জুলফিকার আলীর তদন্ত শুরু করেন। পুলিশের আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিবির একটি চৌকস টিমের সহযোগীতায় হত্যার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত আসামী জামিরুল ইসলাম (৩৩)কে আটক করা হয়। জামিরুল ইসলাম কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার শিতলাইপাড়ার আবু আফফান এর ছেলে। তবে তার সহযোগী পলাতক রয়েছে।

তিনি আরো জানান, আসামি আটকের পর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় হত্যার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে এবং জমি বিক্রি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টার কথাও স্বীকার করে। টাকা দিতে না চাইলে জামিরুল তার সহযোগীকে নিয়ে এ হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটায়। সুন্দরী বেগমের গলায় শাড়ি জড়িয়ে তাকে হত্যা করে। এসময় রুস্তুম আলী বাঁধা দিলে হাত কুড়াল দিয়ে তার উপরও হামলা চালায় আসামিরা। দুজনই মারা গেছে ভেবে আসামিরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তবে এ হত্যাকান্ডের সাথে আরো কেউ জড়িত আছে কিনা সে বিষয়ে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(পুলিশ

সুপার পদ মর্যাদা) শেখ জাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী পুলিশ সুপার হাসিবুল আলম, ওসি ডিবি জুলফিকার আলীসহ স্থানীয় সাংবাদিকরা ।

উল্লেখ্য, গত ২৮ মে গাংনীর বামুন্দীতে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে সুন্দরী বেগম নামের এক মহিলার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। একই ঘরের চৌকির উপর থেকে সুন্দরীর স্বামী রুস্তম আলীকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের দোয়া মাহফিল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকালে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে মেহেরপুর পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌরসভার চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান রিটন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় নির্দেশনা মোতাবেক সীমিত আকারে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

আমরা একটি দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে সময় পার করছি। এই সময়ের আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

আমরা লক্ষ্য করছি যুবলীগকে পথভ্রষ্ট করার জন্য কিছু কু চক্রি মহল কাজ করছে। আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় ও কেন্দ্রীয় যুবলীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে মেহেরপুরে একটি সচ্ছ যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত করবো। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পৌর ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আল মামুন, কুতুবপুর ইউনিয়ন ইউনিয়ন

যুবলীগের সভাপতি সাইফুল ইসলাম, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা সহ যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মিরা।

পরে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন পৌর মসজিদের ইমাম জাহিদুল ইসলাম। সঞ্চালনা করেন জেলা যুবলীগের সদস্য সাজিজুর রহমান সাজু।

মেহেরপুরের মল্লিকপাড়ায় এক সেনা সদস্য করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরের মল্লিকপাড়ায় এক সেনা সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন জানান, আজ ১১ জুন করোনা সন্দেহে নমুনা পাঠানো হয়েছে ২১ টি (সদরে ১৩ গাংনীতে ৮)। ফলাফল এসেছে ৪২ টি, ১ টি পজেটিভ,(মল্লিকপাড়া)।

উল্লখ্য: মেহেরপুর জেলায় মোট করোনায় আক্রান্ত সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব সর্বমোট নমুনা পাঠানো হয়েছে ১৫১২ টি, সর্বমোট ফলাফল এসেছে ১৩৬৯ টি, নেগেটিভ ১৩৩৬ টি, পজেটিভ ৩৩+১ = ৩৪ টি (মৃত্যু ২ সুস্হ ৮ বাঁকি ২৪ জন এখনো ভালো আছে)

মুজিবনগরের রশিকপুর বিদ্যালয়টি চালু করার জন্য স্মারকলিপি প্রদান

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলায় রশিকপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি চালু করার দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওসমান গনির হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন মোনাখালী ৯নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য জহির

উদ্দীন খান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান। ইউপি সদস্য জহির উদ্দীন খান বলেন, রশিকপুর গ্রামে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। শিশুদের শিক্ষা নিতে যেতে হয় কয়েক কিলোমিটার দুরে পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠানে।

এজন্য ২০০৩ সালে সেকেন্ডারি এ্যাডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় এক কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মান করা একটি বিদ্যালয়ের অবকাঠামো। কিন্তু স্থানীয় কিছু অসাধু রাজনৈতিক ক্ষমতাশালী লোক ও কয়েকজন প্রধান শিক্ষকের কু চক্রে বিদ্যালয়টি চালু হয়নি। স্থানীয় সংসদ সদস্য, জেলার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময় বিদ্যালয়টি খোলার প্রতিশ্রুতি দিলেও ১৬ বছর পার হলেও বাস্তবায়ন করেনি কেও। এটা নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করা হলেও আমলে নেইনি সরকার।

উল্লেখ্য, মামলা জটিলতার কারনে ১৬ বছরেও শিক্ষা কার্যক্রম এখনো শুরু করা যায়নি। রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে চুরি হয়েছে বিদ্যালয়টির আসবাবপত্র, বৈদুতিক ফ্যান, সুইজ, জানালার গ্রিল। ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে কাচেঁর জানালা। রাতের বেলায় মাদকসেবিদের আড্ডা বসে।

বিদ্যালয়টির জমি নিয়ে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের একটি মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয় সুত্র জানিয়েছে। স্থানীয় ব্যক্তিরা বলেন, পাঠদান শুরু করার যাবতীয় উপকরণ ওই ভবনে ছিল। বিদ্যালয়ের সামনে বড় একটি খেলার মাঠ রয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছিল। কিন্তু আইনি জটিলতায় বিদ্যালয়টি উদ্বোধন করা যায়নি। গ্রামে এটি ছাড়া আর কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। গ্রামের ৩৫০জন শিক্ষার্থীকে কয়েক কিলোমিটার দূরে বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনা করতে হচ্ছে। অথচ হাতের কাছেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু সেটি চালানো হচ্ছে না। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয় জানায়, শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া গ্রাম মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর।

২০০৩ সালে সেকেন্ডারি এ্যাডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় এক কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মিত হয় বিদ্যালয়ের অবকাঠামো। ২০০৩ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া দেশের ৫৪ টি উপজেলায় এ প্রকল্পের আওতায় ৫৪ টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। তার মধ্যে ৫৩

টি বিদ্যালয় এমপিওভূক্ত হয়েছে। সরেজমিনে গত বুধবার রশিকপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে দির্ঘ ১৬ বছরে প্রতিষ্ঠানটি পড়ে থেকে ভুতের বাড়িতে পরিণত হয়েছে।

দুতলা বিশিষ্ট ভবনের প্রতিটি জানালার কাচঁ চুরি হয়েছে। গ্রিল ভেঙ্গে ভেতর থেকে চেয়ার বেঞ্চ টেবিল ওধাও হয়েছে। সিলিং ফ্যানর ও বৈদুতিক সুইজ গায়েব। এমনকি দেয়ালে সুইজ লাগানো প্লাস্টিকের বোর্ড গুলোও চুরি হয়ে গেছে। বাথরুমের পানির ট্যপ হারিয়েছে। দেয়াল বেয়ে ওঠেছে সেওলা। ২০১৬ সালের মার্চে রশিকপুর গ্রামের শিক্ষার্থীরা বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে ভৈরব নদে নৌকাডুবে সপ্তম শ্রেনীর শিক্ষার্থী ববিতা আক্তার ও তানিয়া খাতুন মারা যায়। তানিয়া খাতুনের পিতা হাবিবুর রহমান বলেন, “গ্রামের (রশিকপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়) বিদ্যালয়টি চালু না হওয়ার কারণে সব শিক্ষার্থীদের ৫ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যেতে হয়। আমার মেয়েও বিদ্যালয়ে পড়তো। একদিন পরিক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল ভৈরব নদে গ্রামের ৩০জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে তলিয়ে যায় তাদের নৌকা।

আমার মেয়ে তানিয়া ও ববিতা ডুবে মারা যায়। গ্রামের বিদ্যালয়টি থাকলে হয়তো এভাবে মারা যেতো না মেয়েটি”। রশিকপুর গ্রামের বাসিন্দা জাহিদ শেখ বলেন, বিদ্যালয়টি চালু না হওয়ায় মুল্যবান জিনিসপত্র চুরি হয়ে গেছে। গ্রামের শিক্ষার্থীদের আগের মত কষ্ট করে দুরের বিদ্যালয়ে যেতে হয়। বিভিন্ন এলাকায় টিন দিয়ে নির্মাণ করা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা কষ্ট করে পড়াশোনা করে। সামান্য একটা সমস্যার কারণ দেখিয়ে ১৬ বছর ধরে বিদ্যালয়টি চালু করা হয়নি।

প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপ ছাড়া বিদ্যালয় চালু করা সম্ভব না। রশিকপুর গ্রামের বাসিন্দা দশম শ্রেনীর শিক্ষার্থী মিম খাতুন বলেন, গ্রামের বিদ্যালয় থাকা সত্তেও পাচঁ কিলো পথ পাড়ি দিয়ে বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যেতে হয়। যাতায়ত করার জন্য গ্রামে শুধুমাত্র ব্যাটারি চালিত ভ্যান চলাচল করে। অনেক সময় সময়মত ভ্যন পাওয়া যায়না। গ্রামের অনেকে দুরের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের ঝামেলার কারণে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয় তাদের মেয়েদের।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরে মাধ্যমিকে পড়ানোর তাগিদ ও কম হয়ে যায় শুধুমাত্র দুরের বিদ্যালয়ে যেতে হবে ভেবে। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকতা আমান উদ্দিন বলেন, রশিকপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিষয়টি আমার জানা নেই। আমি নতুন এসে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য আমি পাইনি।

বিদ্যালয়টির জমির মালিক আম্মাতন নেছা বলেন, আমার তিন বিঘা আম বাগানের গাছ কেটে বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়।

তৎকালিন বিদ্যালয় ম্যনিজিং কমিটি সঙ্গে কথা ছিল ওই জমির বদলে মাঠে আবাদ করা যায় এমন পাচ বিঘা জমি কিনে দেবে তারা। পরে আর বিদ্যালয় নির্মাণ করার পরে কথা না রাখার কারণে আমি ২০০৪ আদালতে মামলা করি। তৎকালিন ম্যানেজিং কমিটির সদস্য জাহান আলী বলেন, যখন বিদ্যালয়টি নিমাণ হয় ওই সময় বিএনপির স্থানীয় নেতারা বলেছিলেন এলাকার রশিকপুর গ্রামের শিক্ষিত বেকার ছেলেদের বিদ্যালয়ে চাকরি দেওয়া হবে।

আম্মাতন নেছার জমির বদলে পাচ বিঘা কৃষি জনি দেওয়া হবে। এসব দাবির কোনটায় পুরুন সম্ভব না হওয়ার কারণে সে আদালতে মামলা করে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওসমান গনি বলেন, আমি আজকে বিদ্যালয়টি চালু করণ সংক্রান্ত স্মারকলিপি পেয়েছি। বিদ্যালয়টি চালু করার জন্য এর আগেও আমি চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সেটি পরে আর চালু করা সম্ভব হয়নি। বিদ্যালয়টি চালু করা প্রয়োজন। আমি জেলা প্রশাসকের আলোচনা সাপেক্ষে জটিলতা নিরসন করে বিদ্যালয়টি চালু করা হবে।

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে দন্ত চিকিৎসক হাবিবা

জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে ভায়ের নির্যাতন ও নিরাপত্তাহীনতায় ভূগছেন ডা: উম্মে হাবিবা। ভাই কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে আহত হয়ে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনী থানা পাড়ায়। ডাঃ হাবিবার পিতার নাম নুরুল ইসলাম। তিনি ঢাকার মিরপুরের স্কাই ল্যাব ডেন্টাল কেয়ারের একজন ডেন্টিস হিসেবে কর্মরত।

ডাঃ হাবিবা জানান, পৈত্রিক সুত্রে তিনি বাড়িসহ অন্ততঃ দু’কোটি টাকার সম্পত্তির দাবীদার। এ দাবীর প্রেক্ষিতে তার ভাই আওয়ামীলীগ

নেতা সবুক্তিগীণ মাহমুদ পলাশের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। বুধবার দুপুরে এ নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সবুক্তগীণ মাহমুদ পলাশ হাবিবাকে প্রচন্ড মারধর করেন ও গৃহবন্দী করেন। তাকে চিকিৎসা নিতে আসতেও দেয়নি। বৃহষ্পতিবার সকালে সবার অগোচরে ডাঃ হাবিবা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন ও সাংবাদিকদের কাছে নির্যাতনের বর্ণনা দেন।

ডাঃ হাবিবা আরো জানান, বেশ কিছুদিন আগ থেকেই পৈত্রিক সম্পত্তি আত্মসাত করার অভিপ্রায়ে লিপ্ত। মাঝে মধ্যে পলাশ নির্যাতন করাসহ জিবন নাশের হুমকী দেয়। এমনকি বাবা নুরুল ইসলামকেও নির্যাতন করতে দ্বীধা করে নি পলাশ। নিজেকে ক্ষমতাসীন দলের লোক পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন ভাবে প্রশাসনিক ফায়দা লুটার কারণে তেমন কোন সুরাহা করতে পারেনি পুলিশ।

এদিকে ভাই সবুক্তিগীণ পলাশ জানান, পারিবারিক বিষয় নিয়ে ভাই বোনদের মধ্যে বিবাদ থাকতেই পারে। একটি অভিযোগ দেয়া হয়েছে তা নিয়ে থানায় বসতে হবে। ইতোপূর্বে বোন হাবিবা ফুসলিয়ে তার বাবা মাকে নিয়ে মেহেরপুর আদালতে গিয়ে ঢাকার জমি বিক্রির জন্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি করতে যায় কিন্তু বাঁধার মুখে ফিরে আসে। এ থেকেই বোনের সাথে দ্বন্দ্ব।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, ডাঃ হাবিবার লিখিত একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি নিয়ে উভয় পক্ষকে ডেকে গাংনী থানায় বসা হবে। মিমাংসা না হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে নবাগত ইউএনও’র সাথে ইউপি চেয়ারম্যানদের শুভেচ্ছা

বিনিময়

গাংনী উপজেলার নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ এর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা।

বৃহস্পতিবার সকাল দশটার সময় উপজেলা নিবার্হী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে ৯টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বৃন্দ উপস্থিত হয়ে নবাগতাকে শুভেচ্ছা জানান। চেয়ারম্যান দের শুভেচ্ছা গ্রহণের পর সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় গাংনী উপজেলা কে একটি মডেল উপজেলা হিসেবে উপহার দেওয়ার জন্য চেয়ারম্যানদের সহযোগিতা, কর্মদক্ষতা কাজে লাগিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

সেই সাথে গাংনীর চলমান উন্নয়নকে আরো গতিশীল করতে তিনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে ইউপি চেয়ারম্যানদের ভূমিকা অপরিসীম বলে মন্তব্য করেন। এসময় কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা ও চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ বক্তব্য রাখেন।

মেহেরপুরে কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে আরআরএফ সংস্থার শিক্ষা বৃত্তি প্রদান

মেহেরপুরে রুরাল রিকন্সট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আর.আর.এফ) সংস্থার উদ্যোগে উপকারভোগীদের মধ্যে এসএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত দু্ই শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ বৃত্তি প্রদান করা হয়। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: মাসুদুল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বৃত্তি প্রদান করেন। বৃত্তি প্রাপ্তরা হলো- সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের হাফিজুল ইসলামের ছেলে শাহাদ আলী এবং আজাদ আলীর মেয়ে ফারজিনা খাতুন। দুজনকে ১২ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়।

আর আর এফ এর চেয়ারম্যান মীর রওশন আলী মনার সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার মেহেরপুর জোনের সহকারি পরিচালক গৌতম কুমার দাস, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক সালেহ আহমেদ, জোনাল এআইএস নাসির উদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার রিপন মিয়া। সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় উপকার ভোগী পরিবারের কৃতি সন্তানদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর এ ধরণের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করে।

গাংনীর চাল কান্ডে সরকার ও দলের মান ক্ষুন্ন হয়েছে-এম.এ খালেক

গাংনীর চাল চুয়াডাঙ্গা জব্দ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নাম সংবলিত কাবিখা প্রকল্পের ১২৬৬ বস্তা চাল জব্দ এতেই সরকার ও দলের ভাবমূর্তি চরমভাবে নষ্ট হয়েছে। চাল বিক্রি বৈধ হোক আর অবৈধ হোক সেটি পরের বিষয়।

চাল নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে যে প্রকার চালাচালি শুরু হয়েছে তাতে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার আওয়ামী লীগকে চরম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে । এতে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

বুধবার সকাল সাড়ে দশটার সময় উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় কালে এমন কথা বলেছেন। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বর্তমান করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকার প্রশাসন, সহ বিভিন্ন মহল যখন কঠিন সময় পার করছেন তখন সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য একটি মহল উঠে পড়ে লেগেছে।

তেমনি গাংনি উপজেলা কতিপয় সরকারি দপ্তরের অসাধু কর্মচারীদের যোগসাজশে সরকারের সম্পদ লুট করার মহোৎসবে মেতে উঠেছে। সেই

মহলটি গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস ও খাদ্য অফিস কে সাথে নিয়ে এ সকল কাজ শুরু করেছে। তিনি আরো বলেন,১২৬৬ বস্তা চাউল খাদ্য অধিদপ্তরের বস্তা সংবলিত গাংনী উপজেলার চাউল চুয়াডাঙ্গায় জব্দ হওয়ার ঘটনায় পৃথক পৃথক যে তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে তাতেও জনগণের চোখে ধুলোখেলা হয়েছে।

এম এ খালেক তদন্ত টিমের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বলেন, একটি শক্ত মহলের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে এসে প্রকাশ্যে উপজেলা পরিষদের সামনে টেবিল পেতে পিআইসি দেরকে যেভাবে জিজ্ঞেস করেছেন তারা মুখ খুলতে সাহস পায়নি। তাছাড়া পিআইসি দের মাধ্যমে উত্তোলনকৃত চাউলের বিষয় কিছুই জানেন না বলে গণমাধ্যমকর্মীদের কে জানিয়েছিলেন। তদন্তের নামে টালবাহানা করা হয়েছে বলেও তিনি এসময় মন্তব্য করেন। নিজ এলাকার থেকে চাউল নিয়ে চুয়াডাঙ্গা বিক্রির ঘটনায় তিনি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। সেই সাথে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে বিষয়টি জনগণের কাছে পরিষ্কার করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানান।

সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, জেলা পরিষদের সদস্য মজিরুল ইসলাম,মহিলা সদস্য শাহানা ইসলাম শান্তনা, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন, সাবেক গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিতি নেতৃবৃন্দ এসময় পৃথক পৃথক মন্তব্য করেন।

তবে গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস সূত্রে সরকারি এক পরিপত্রের সূত্র ধরে বলেন, সরকারি কাবিখা প্রকল্পের বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের ৫০ থেকে ৬০ পার্সেন্ট এমনকি ৭০ পার্সেন্ট বিক্রি করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস।

গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ২

ব্যবসায়ীকে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে ২ ব্যবসায়ীকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বুধবার বিকেলে গাংনী বাজারে নির্ধারিত সময়ের পর দোকান খোলা রাখা রাখার দায়ে আলিফ জুয়েলার্সের সত্ত্বাধিকারী সালাউদ্দিনকে ৫ শত এবং সোবান হোটেলের স্বত্বাধিকারী আব্দুস সোবহানকে ৫ শ’টাকা করে মোট ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করেন গাংনী থানা পুলিশের এএসআই নারদসহ সঙ্গীয় ফোর্স।

এ সময় গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি মাহবুবুর রহমান স্বপন উপস্থিত ছিলেন।